১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

সাংবাদিক দম্পতি সাগর-রুনি হত্যা মামলার ছয় বছরেও তদন্তে নেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঃ আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর প্রতিক্রিয়া

গত ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি রাতে রাজধানীর পশ্চিম রাজাবাজারের একটি ফ্ল্যাটে মাছরাঙা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সরওয়ার এবং এটিএন বাংলার সিনিয়র রিপোর্টার মেহেরুন রুনিকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। আলোচিত এ হত্যাকাণ্ডের ছয় বছর পার হয়ে গেলেও এর তদন্তে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কোন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করতে পারেনি।

গণমাধ্যমসুত্রে জানা যায়, সাগর-রুনি দম্পতির হত্যাকাণ্ডের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা দ্রুততার সাথে অপরাধীদের সনাক্ত করে আইনি পদক্ষেপ গ্রহন করার কথা বললেও বাস্তবে তার কিছুই ঘটেনি। গত ৬ বছরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায় অর্ধশত বার আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়ার তারিখ পিছিয়েছেন। এরমধ্যে, ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন আলামত যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনা হয়, পাশাপাশি এ হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয় তাদের বাড়ির দারোয়ানসহ আরও কয়েকজনকে। কিন্তু তাতেও এ হত্যা রহস্যের জট খোলেনি। উল্লেখ্য, এ হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই ন্যায়বিচার আদায়ে সোচ্চার ছিলেন নিহতদের পরিবার ও সহকর্মীরা। কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এক্ষেত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না ঘটায় সবাই হতাশ ও ক্ষুব্ধ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছ থেকে বারংবার আশ্বাস দেয়া হলেও তাতে আস্থা রাখতে পারছেন না স্বজনেরা।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর আশঙ্কা, এ পরিস্থিতি বিচারহীনতার সংস্কৃতিকে আরো ত্বরান্বিত করছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি আস্থাহীনতা তৈরী করছে। আসক এ হত্যাকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্রুততার সাথে সনাক্ত করে, সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার সাপেক্ষে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছে।